পরিশিষ্ট : ১

মহাশ্বেতা দেবীর জীবনপঞ্জি

❒ জন্ম :

মহাশ্বেতা দেবী ভারতীয় সাহিত্যে এক উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক। তিনি ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দের ১৪ জানুয়ারী পৌষ সংক্রান্তির দিনে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর জন্ম স্থান ঢাকা (বাংলাদেশ) মাতুলালয়ে। পৈতৃক আদি নিবাস, গ্রাম- নতুন ভারেঙ্গা, জেলা- পাবনা। পরে রাজশাহী শহর। তাঁর পিতার নাম- মনীশ ঘটক (যুবনাশ্ব) (১৯০২-১৯৭৯) এবং মাতার নাম- ধরিত্রী দেবী (১৯০৮-১৯৮৪)। মহাশ্বেতা দেবীর ভাইবোন ছিলেন- শাশ্বতী (১৯২৯-১৯৯৫), অনীশ (১৯৩০-১৯৭৮), অবলোকিতেশ (১৯৩৩-১৯৭৩), অপালা (১৯৩৫), সমীশ (১৯৩৮-১৯৮১), মৈত্রেয় (১৯৪১-২০০৩), সোমা (১৯৪২), শারী (১৯৪৫)।

❒ শিক্ষা :

মহাশ্বেতা দেবীর প্রথম শিক্ষা মায়ের কাছে। ১৯৩০ সালে, ঢাকা ইডেন মন্তেসরিতে স্বল্প কয়েকদিন ছিলেন। ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে কিছু কাল কাটান মেদিনীপুর মিশন স্কুলে। ১৯৩৬-১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত শান্তিনিকেতনে পঞ্চম থেকে সপ্তম শ্রেণি। তখনকার শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয় ও শিক্ষাভবন (কলেজ) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ছিল। ১৯৩৯-৪১, তিনি অষ্টম থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত বেলতলা বালিকা বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করেছেন। ১৯৪২ সালে তিনি ম্যাট্রিক পাশ করেন। ১৯৪৪ সালে আশুতোষ কলেজ (মহিলা বিভাগ) থেকে আই.এ। ইংরেজি অনার্স নিয়ে বি.এ পাশ করেন ১৯৪৬ সালে শান্তিনিকেতন কলেজ থেকে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৬৩-তে প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসেবে

ইংরেজি সাহিত্যে এম.এ।

❒ ব্যক্তিগত জীবন :

মহাশ্বেতা দেবীর বিয়ে হয়েছিল ২৭/০২/১৯৪৭ সালে অভিনেতা, নাট্যকার, লোকগীতি রচয়িতা ও গায়ক ভারতীয় গণনাট্য সংঘের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য বিজন ভট্টাচার্যের (১৯১৫-১৯৭৮) সঙ্গে। তাঁর একমাত্র সন্তান নবারুণ ভট্টাচার্যের (বাপ্পা) জন্ম হয়েছিল ২৩/০৬/১৯৪৮ সালে। বিজন ভট্টাচার্যের সঙ্গে তার বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটেছিল ১৯৬২ সালে। পরে তাঁর অসিত গুপ্তের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল ১৯৬৫ সালে। আবার অসিত গুপ্তের সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটেছিল ১৯৭৬ সালে।

জীবিকা :

কলকাতা 'পদ্মপুকুর ইনস্টিটিউশন'-এর প্রাতর্বিভাগে শিক্ষকতা করেন ১৯৪৮-৪৯ সাল পর্যন্ত। ১৯৪৯-৫১ সাল পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকারের ডেপুটি অ্যাকাউন্ট্যান্ট জেনারেল, পোস্ট অ্যান্ড টেলিগ্রাফ অফিসে আপার ডিভিশন ক্লার্ক-এ কাজ করেন। কাপড় কাচার সাবান বিক্রি এবং টিউশনি করেন-১৯৫১-৫৭ সাল পর্যন্ত। ১৯৫৭ সালে রমেশ মিত্র বালিকা বিদ্যালয়ে এক বছর শিক্ষকতা করেন। ১৯৬৪ সালে বিজয়গড় জ্যোতিষ রায় কলেজে ইংরেজির অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৮৪ সালে কলেজ থেকে স্বেচ্ছাবসর গ্রহণ করেন।

লেখা শুরু :

প্রথম মুদ্রিত লেখা খগেন্দ্রনাথ সেন সম্পাদিত 'রংমশাল' পত্রিকায় ১৯৩৯ সালে। বিষয় রবীন্দ্রনাথের 'ছেলেবেলা' নামক বই। প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ। 'ঝাঁসির রানি', ১৯৫৬ সালে। প্রথম মুদ্রিত উপন্যাস 'নটী' ১৯৫৭ সালে। প্রথম প্রকাশিত গল্পগ্রন্থ 'কি বসন্তে কি শরতে', ১৯৫৯ সাল। 'ঝাঁসির রানি' প্রকাশের পর থেকে

বই লিখে অর্থোপার্জন শুরু।

❒ লেখালেখি :

গল্প-উপন্যাসের বাইরে সাংবাদিকতা ও অন্তর্তদন্তধর্মী প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় বাংলায় যুগান্তর, বসুমতী, আজকাল, বর্তমান, বাংলা স্টেটসম্যান প্রভৃতি পত্রিকায়। ইংরেজিতে ইকনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল উইকলি (মুম্বাই), বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড, সানেডে, ফ্রন্টিয়ার, অমৃতবাজার পত্রিকা, নিউ রিপাবলিক (রাঁচি)। যোজনা কমিশন প্রকাশিত 'যোজনা' ও ভারত সরকারের শ্রম দপ্তর আয়োজিত দাদনবদ্ধ মজুর ও দেশান্তরী মজুর বিষয়ে বিশেষ প্রবন্ধ।

❒ পত্রিকা সম্পাদনা :

১৯৮০ সাল থেকে ত্রৈমাসিক 'বর্তিকা' পত্রিকা সম্পাদনা করেন। পত্রিকাটি আদিবাসী ও অন্যান্য সমাজ বিষয়ে তথ্যবাহী সমাজ-সমীক্ষামূলক-মূলত সমাজের নিঃস্ব অংশের।

❒ পুরস্কার :

মহাশ্বেতা দেবী চৈতন্য লাইব্রেরি পুরস্কার পান ১৯৫৮ সালে, শিশিরকুমার ও মতিলাল পুরস্কার ১৯৬৮ সালে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত লীলা পুরস্কার, শরৎচন্দ্র স্মৃতি পদক ১৯৭৮ সালে, ভুবন মোহিনী দেবী পদক ১৯৮৩ সালে, সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার ১৯৭৯ সালে, নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন কর্তৃক প্রদত্ত নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য স্বর্ণপদক ১৯৮১ সালে, ভারত সরকার কর্তৃক প্রদত্ত 'পদ্মশ্রী' ১৯৮৬ সালে, জগত্তারিণী পদক ১৯৮৯ সালে, বিভূতিভূষণ স্মৃতি সংসদ পুরস্কার ১৯৯০ সালে, জ্ঞানপীঠ পুরস্কার ১৯৯৬ সালে, ম্যাগসাইসা১ই পুরস্কার ১৯৯৭ সালে, সাম্মানিক ডক্টরেট রবীন্দ্রভারতী ১৯৯৮ সালে, ফেলোশিপ : বোম্বে, এশিয়াটিক সোসাইটি ১৯৯৮ সালে, ইয়াসমিন স্মৃতি পুরস্কার (দিল্লি) ১৯৯৮ সালে, তিরুপতি মহিলা ইউনিভার্সিটি ১৯৯৯

সালে, ইন্দিরা গান্ধী ওপেন ইউনিভার্সিটি ১৯৯৯ সালে, দেশিকোত্তম বিশ্বভারতী ১৯৯৯ সালে, সাম্মানিক ডি.লিট. ছত্রপতি শাহুজি মহারাজ ইউনিভার্সিটি কানপুর ২০০০ সালে, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় পুরস্কার ২০০১ সালে, ভারতীয় ভাষা পরিষদ সম্মাননা ২০০১ সালে, গান্ধী আম্বেদকর ট্রাস্ট প্রদত্ত জ্যোতিবা পুলে সম্ত পুরস্কার ২০০৩ সালে, ভারত সরকার কর্তৃক প্রদত্ত 'পদ্মবিভূষণ'-২০০৬ সালে। জাতীয় সংহতির জন্য 'ইন্দিরা গান্ধী পুরস্কার-২০০৫ সালে। 'ZEE অস্তিত্ব অর্চনা ট্রাস্ট সুবার্বন পুরস্কার' ২০০৬ সালে। ইতালি থেকে 'NONINO' পুরস্কার ২০০৬ সালে। 'গৌতম নারায়ণ চৌবে ট্রাস্ট কর্তৃক খড়গপুর বইমেলা ২০০৮ (৫-১৩ জানুয়ারী) সম্মান পুরস্কার।' প্রসার ভারতীর ৫০ বছর উপলক্ষ্যে সম্মান প্রদর্শক ২০০৮ সালে। 'ভারত নির্মাণ পুরস্কার'-২০০৯ (জীবনসাধনার স্বীকৃতিস্বরূপ কলকাতা থেকে সাহিত্য পুরস্কার)। বালিগঞ্জ রোটারি ক্লাব থেকে সম্মান প্রদর্শন ২০০৯ সালে। 'KIITS বিশ্ববিদ্যালয়' থেকে সাম্মানিক ডি.লিট.-২০০৯ সালে। উপেন্দ্র নাথ ব্রহ্মচারী ট্রাস্ট কর্তৃক'ইউ.এন. ব্রহ্মচারী মানবিকতা পুরস্কার'-২০০৯ সালে। (গুয়াহাটি, আগস্ট ২২)। বিজ্ঞান ট্রাস্ট হায়দরাবাদ কর্তৃক 'এন.টি.আর. জাতীয় সাহিত্য পুরস্কার' ২০১০ সালে। বিশেষত আদিবাসীদের দ্বারা আয়োজিত 'ঝাড়খণ্ড সিনে অ্যাওয়ার্ড'-২০১০ সালে। ৫৭তম রাজ্য সম্মেলনে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে সম্মান প্রদর্শন-২০১০ সালে। দিল্লি 'IIPM থেকে 'মানবতা বিকাশ পুরস্কার'-২০১০ সালে। জীবনব্যাপী সাহিত্য সাধনার জন্য 'যশবন্তী রাও পুরস্কার'-২০১১ সালে। কেরালা থেকে 'কোভিলান' সাহিত্য পুরস্কার-২০১১ সালে। অল ইন্ডিয়া ইনকাম ট্যাক্স এস.সি. অ্যান্ড এস.টি. এমপ্লয়িজ ওয়েল ফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন কর্তৃক জীবনব্যাপী সাধনার স্বীকৃতি পান ২০১১ সালে।

❒ বিদেশ যাত্রা :

❍ ১৯৮৫ সালে ভারত ও ফরাসি সরকারের সাংস্কৃতিক বিনিময় কর্মসূচি উপলক্ষে প্যারিসে যান। ১৯৮৬ সালে ফ্রাঙ্কফুর্ট বইমেলায় ভারতীয় লেখক প্রতিনিধি দলের সদস্য হিসেবে যোগদান, পশ্চিম জার্মানি এবং লন্ডন ভ্রমণ ও বক্তৃতা।

❍ ১৯৮৮ সালে আমেরিকার মার্কসিস্ট লিটারারি গ্রুপের বার্ষিক অধিবেশনে আমন্ত্রিত হয়ে আমেরিকা গমন।

❍ ১৯৯০ সালে ডিসটিংগুইশড ফুলব্রাইট লেকচারার হিসেবে আমেরিকা গমন।

❍ ১৯৯২ সালে ভারতের প্রতিনিধি হিসেবে 'তৃতীয় বিশ্বে কৃষিক্ষেত্রে নারীদের আর্থনীতিক উন্নয়ন' বিষয়ক শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিতে জেনিভা গমন।

❍ ১৯৯২ সালে ফ্রান্সে এইক্স-অঁ-প্রভঁসে বাঙালি লেখকদের সঙ্গে গমণ— আহ্বায়ক এইক্সের সাহিত্য সংস্কৃতি সংস্থা ও ফরাসি সংস্কৃতি মন্ত্রক। ১৯৯৮ সালে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার বর্ষ উপলক্ষে প্যারিস গমন।

❍ ২০০২ সালে centre National Du livre, বা সঁন্স নাসিওয়াল ডু লিভ্রে (জাতীয় পুস্তক কেন্দ্র) ফ্রান্সের আমন্ত্রণে দু'সপ্তাহের জন্য ফ্রান্স গমন। ভারতীয় লেখকদের একটি দল-যারা ভারতীয় ভাষায় লেখেন, ভারতীয় হলেও ইংরেজিতে লেখেন, তাঁরা আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। যোগসূত্র একটাই; এঁদের সকলের লেখাই ফরাসি ভাষায় অনূদিত ও জনপ্রিয় হয়েছে। মহাশ্বেতা দেবীর 'হাজার চুরাশির মা', 'La meredu 1084' এবং রুদালী, স্তনদায়িনী, দ্রৌপদী, মূর্তি, Indiennes/Rudali et autes novelles - নামে ফরাসিতে অনূদিত হয়েছে।

❒ জনকল্যাণ :

আদিবাসী ও অন্যান্য নানা সংগঠনের সঙ্গে কখনো প্রতিষ্ঠাতৃরূপে, কখনো পরামর্শদাতা রূপে, কখনো বা সক্রিয়ভাবে যুক্ত থেকেছেন। যথা—

(১) পালামৌ জেলা বন্ধুয়া মুক্তি মোর্চা। (২) সর্বভারতীয় বন্ধুয়া মুক্তি মোর্চা। (৩) পশ্চিমবঙ্গ লোধা-শবর কল্যাণ সমিতি। (৪) পশ্চিমবঙ্গ ভূমিজ কল্যাণ সমিতি। (৫) পশ্চিমবঙ্গ ভূমিজ কল্যাণ সমিতি (মেদিনীপুর) (৬) পশ্চিমবঙ্গ ভূমিজ কল্যাণ সমিতি (পুরুলিয়া) (৭) পশ্চিমবঙ্গ সহিস জাতি কল্যাণ সমিতি। (৮) পশিতমবঙ্গ খেড়িয়া শবর কল্যাণ সমিতি (পুরুলিয়া)। (৯) মাঝগেড়িয়া আদিবাসী গাঁওতা সুসার বাইসি (বাঁকুড়া)। (১০) সান্তাল সমাজ লাহান্তি বাইসি (মুর্শিদাবাদ)। (১১) ভারতের আদিম জাতি (মধ্যমগ্রাম) (১২) পশ্চিমবঙ্গ হরজন কল্যাণ সমিতি (কাঁচরাপাড়া)। (১৩) দলিতজন মুক্তি সংগঠন (শিবপুর, হাওড়া)। (১৪) কিবিবুরু আদিবাসী মহিলা সমাজ (সিংভূম)। (১৫) মুন্ডা সমাজ সাঁওয়ার জামদা (ওড়িশা)। (১৬) আদিবাসী ও হরিজন কল্যাণ সমিতি। (১৭) ২৪ পরগনা আদিবাসী কল্যাণ সমিতি (সোনারপুর)। (১৮) বহরমপুর পৌর হরিজন কর্মী মজদুর সংঘ। (১৯) পশ্চিমবঙ্গ ঢেকারো কল্যাণ সমিতি (১৯৯৮)। (২০) সর্বভারতীয় ডিনোটিফায়েড এবং যাযাবর গোষ্ঠীর অধিকার রক্ষা সমিতি/ জিনোটিফায়েড অ্যান্ড নোমাডিক ট্রাইব্স রাইট অ্যাকশান গ্রুপ/ডি.এন.টি. র‍্যাগ, মার্চ ১৯৯৮। ব্রিটিশ আইন 'ক্রিমিন্যাল ট্রাইব্স অ্যাক্ট ১৮৭১' অনুযায়ী ভারতে ২০২টি গোষ্ঠী সম্প্রদায়ের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গে লোধা (মেদিনীপুর), খেড়িয়া-শবর (পুরুলিয়া), ঢেকারো (বীরভূম) 'অপরাধ প্রবণ' বলে ১৮৭১-১৯১০ এর মধ্যে ঘোষিত, বা 'নোটিফায়েড' হয়। ১৯৫২ সালে এরা 'ডিনোটিফায়েড' বা 'বিমুক্ত' বলে ঘোষিত হয়। কিন্তু লোধা, খেড়িয়া সহ ভারতে সর্বত্র এরা আজও পুলিশ ও সমাজের চোখে জন্মাপরাধী বলে নির্যাতিত, নিহত ও উপেক্ষিত হয়। ১৯৯৮ সালে পুরুলিয়াতে বুধন শবর হত্যার প্রতিবাদে পশ্চিমবঙ্গ খেড়িয়া-শবর কল্যাণ সমিতি যে মামলা করে, ভারতে তা ডি. এন. টি. হত্যার বিরুদ্ধে প্রথম মামলা। এই 'কেস'-এর পরেই বরোদাতে ডি. এ. টি. র‍্যাগ গঠিত হয়। এই সংগঠন 'বুধন' নামে ইংরেজি পত্রিকাও বের করতে শুরু করে। মহারাষ্ট্র, গুজরাট, মধ্যভারত ও

রাজস্থান ঘুরে ঘুরে হত্যা ও নির্যাতনের ঘটনা তদন্ত করা চলে। একই সঙ্গে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনকে জানানোর ফলে অনেক সুবিচার মেলে। এটি মহাশ্বেতা দেবীর জীবনের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ এবং এজন্য বছরে ৮/১০ বার বরোদা হয়ে অন্য রাজ্য ভ্রমণ সব সময়ই চলত। এ কাজে বরোদার গণেশ দিভী সহ অন্যান্য ভারতীয় মানুষ যুক্ত আছেন। ডি.এন.টি. মানুষের সংখ্যা কয়েক কোটি।[১]

❒ মৃত্যু :-

চিরবিশ্রামে মহাশ্বেতা দেবী, ২৮/০৭/২০১৬-বৃহস্পতিবার বিকেল ৩টা ১৬ মিনিটে মিন্টোপার্কের কাছে এক বেসরকারী হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ফেললেন তিনি।

পরিশিষ্ট : ২

মহাশ্বেতা দেবীর রচনাপঞ্জি

মহাশ্বেতা দেবীর রচিত গ্রন্থগুলি গ্রন্থাকারে /পত্রিকায় প্রকাশকাল অনুয়াযী ধারাবাহিকভাবে সাজিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

❒ জীবনী গ্রন্থ :

১)	ঝাঁসির রানি— প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ	-	নিউ এজ পাবলিশার্স	-	১৯৫৬

❒ উপন্যাস গ্রন্থ :

১)	নটী — প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস	-	নিউ এজ পাবলিশার্স	-	১৯৫৭
২)	যমুনা কি তীর	-	বসুধারা প্রকাশনি	-	১৯৫৮
৩)	মধুরে মধুর	-	এ মুখার্জি অ্যান্ড কোং প্রাঃলিঃ	-	১৯৫৮
৪)	এতটুকু আশা	-	করুণা প্রকাশনী	-	১৯৫৯
৫)	তিমির লগন	-	করুণা প্রকাশনী	-	১৯৫৯
৬)	প্রেমতারা	-	এম.সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রঃলিঃ	-	১৯৫৯
৭)	পরম পিপাসা	-	ডি. এম. লাইব্রেরী	-	১৯৬০
৮)	রূপরাখা	-	করুণা প্রকাশনী	-	১৯৬০
৯)	তারার আঁধার	-	কথাকলি	-	১৯৬০
১০)	লায়লী আসমানের আয়না	-	করুণা প্রকাশনী	-	১৯৬২
১১)	সন্ধ্যার কুয়াশা	-	মিত্র ও ঘোষ	-	১৯৬২
১২)	অমৃত সঞ্চয়	-	ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং	-	১৯৬২
১৩)	বায়োস্কোপের বাক্স	-	মিত্র ও ঘোস	-	১৯৬৪
১৪)	দিনের পারাবার	-	ডি. এম. লাইব্রেরী	-	১৯৬৪
১৫)	অজানা	-	অমর সাহিত্য প্রকাশন	-	১৯৬৫
১৬)	বিপন্ন আয়না	-	ডি. এম. লাইব্রেরী	-	১৯৬৬
১৭)	তীর্থশেষের সন্ধ্যা	-	সংযোগ	-	১৯৬৬
১৮)	আঁধারমানিক	-	মিত্র ও ঘোষ	-	১৯৬৬

১৯) দুস্তর	- করুণা বুক এজেন্সি	-	১৯৬৭
২০) কবি বন্দ্যঘটী গাঞ্রির জীবন ও মৃত্যু	- চতুষ্পর্ণা	-	১৯৬৭
২১) ধানের শীষে শিশির	- করুণা প্রকাশনী	-	১৯৭২
২২) হাজার চুরাশির মা	- করুণা প্রকাশনী	-	১৯৭৪
২৩) স্বাহা	- বাণীশিল্প	-	১৯৭৭
২৪) অরণ্যের অধিকার	- করুণা প্রকাশনী	-	১৯৭৭
২৫) সরসতীয়া	- প্রসাদ, শারদীয়	-	১৯৭৯
২৬) মাস্টার সাব	- প্রমা পত্রিকায় শারদীয় সংখ্যায়	-	১৯৭৯
২৭) ঘরে ফেরা	- শরৎ পাবলিশিং হাউস	-	১৯৭৯
২৮) চোট্টি মুণ্ডা এবং তার তীর	- করুণা প্রকাশনী	-	১৯৮০
২৯) জটায়ু	- যুগান্তর শারদ	-	১৯৮০
৩০) শ্রী শ্রী গণেশ মহিমা	- করুণা প্রকাশনী	-	১৯৮১
৩১) অক্লান্ত কৌরব	- নবপত্র প্রকাশন	-	১৯৮২
৩২) শালগিরার ডাকে	- করুণা প্রকাশনী	-	১৯৮২
৩৩) হরিনাম মাহাতো	- প্রকাশন সংস্থা সমকাল	-	১৯৮২
৩৪) সুরজ গাগরাই	- সমকাল প্রকাশনী	-	১৯৮৩
৩৫) তিতুমীর	- সমকাল প্রকাশনী	-	১৯৮৪
৩৬) নৃসিংহ দুরবতার	- চতুষ্পর্ণা	-	১৯৮৩
৩৭) বিবেক বিদায় পালা	- মণ্ডল পাবলিসিং হাউস	-	১৯৮৩
৩৮) পলাতক	- নবপত্র প্রকাশন	-	১৯৮৩
৩৯) সিধুকানুর ডাকে (হুলমাহা)	- শরৎ পাবলিশিং হাউস	-	১৯৮৫
৪০) আশ্রয়	- মণ্ডল পাবলিশিং	-	১৯৮৫
৪১) শৃঙ্খলিত	- শরৎ পাবলিশিং হাউস	-	১৯৮৫
৪২) দৌলতি	- নবপত্র প্রকাশন	-	১৯৮৫
৪৩) স্বেচ্ছাসৈনিক	- নবপত্র প্রকাশন	-	১৯৮৬
৪৪) নীল ছবি	- করুণা প্রকাশনী	-	১৯৮৬
৪৫) জঙ্গল	- ঋতুপত্র গাঙ্গেয় পত্রিকায়	-	১৯৮৬
৪৬) বিশ একুশ	- প্রমা প্রকাশনী	-	১৯৮৬
৪৭) বৈসূচনের সেনা	- প্রমা প্রকাশনী	-	১৯৮৭

৪৬)	বিশ একুশ	- প্রমা প্রকাশনী	- ১৯৮৬
৪৮)	সত্য অসত্য	- মন্ডল পাবলিশিং	- ১৯৮৭
৪৯)	বন্দোবস্তী	- করুণা প্রকাশনী	- ১৯৮৮
৫০)	টেরোড্যাকটিল, পূরণ সহায় ও পিরথা	- প্রমা প্রকাশনী	- ১৯৮৯
৫১)	সতী	- প্রমা প্রকাশনী	- ১৯৮৯
৫২)	অজ্ঞাত পরিচয়	- অনন্যা প্রকাশনী	- ১৯৮৯
৫৩)	মার্ডারারের মা	- দে'জ পাবলিশিং	- ১৯৯২
৫৪)	ক্ষুধা	- দে'জ পাবলিশিং	- ১৯৯২
৫৫)	হিরো: একটি ব্লু-প্রিন্ট	- দে'জ পাবলিশিং	- ১৯৯৩
৫৬)	আগুন জ্বলেছিল	- দে'জ পাবলিশিং	- ১৯৯৪
৫৭)	বেনে বউ	- করুণা প্রকাশনী	- ১৯৯৪
৫৮)	প্রতি ৫৪ মিনিটে	- করুণা প্রকাশনী	- ১৯৯৪
৫৯)	৬ই ডিসেম্বরের পরে	- করুণা প্রকাশনী	- ১৯৯৪
৬০)	ব্যাধ খণ্ড	- দে'জ পাবলিশিং	- ১৯৯৪
৬১)	সাত নম্বর আত্মহত্যা	- বিকাশ গ্রন্থ ভবন	- ১৯৯৪
৬২)	কৈবর্ত খণ্ড	- দে'জ পাবলিশিং	- ১৯৯৪
৬৩)	মিলুর জন্য	- করুণা প্রকাশনী	- ১৯৯৬
৬৪)	ঘোরানো সিঁড়ি	- করুণা প্রকাশনী	- ১৯৯৭
৬৫)	ঊনত্রিশ নম্বর ধারার আসামি	- দে'জ পাবলিশিং	- ১৯৯৮
৬৬)	যে যুদ্ধ থামল না	- দে'জ পাবলিশিং	- ১৯৯৮

❒ গল্প সংকলন :

১)	কি বসন্তে কি শরতে	- বুক সোসাইটি অব ইন্ডিয়া	- ১৯৫৯
২)	পথ চলি আনন্দে	- পুস্তক প্রকাশক	- ১৯৫৯
৩)	সপ্তপর্ণী	- বিশ্ব বাণী	- ১৯৬০
৪)	সোনা নয় রূপো নয়	- আর. এন. চ্যাটার্জী	- ১৯৬২
৫)	সুভগা বসন্ত	- অমর সাহিত্য প্রকাশন	- ১৯৬৮
৬)	অনবরত অবিশ্বাস্য	- মণ্ডল পাবলিশিং	- ১৯৭২

৭)	অগ্নিগর্ভ	- করুণা প্রকাশনী	- ১৯৭৮
৮)	বেহুলা	- অন্যধারা প্রকাশনী	- ১৯৭৯
৯)	নৈঋতে মেঘ	- করুণা প্রকাশনী	- ১৯৭৯
১০)	মূর্তি	- নবপত্র প্রকাশন	- ১৯৭৯
১১)	স্তন্যদায়িনী ও অন্যান্য গল্প	- নাথ ব্রাদার্স	- ১৯৭৯
১২)	ইটের পরে ইট	- করুণা প্রকাশনী	- ১৯৮২
১৩)	মায়ের মূর্তি	- সমকাল প্রকাশনী	- ১৯৮২
১৪)	পাঁকাল	- প্রকাশক প্রকাশনা	- ১৯৮৩
১৫)	গ্রামবাংলা-১	- করুণা প্রকাশনী	- ১৯৮৪
১৬)	গ্রামবাংলা-২	- করুণা প্রকাশনী	- ১৯৮৪
১৭)	নির্বাচিত সংকলন	- শরৎ পাবলিশিং	- ১৯৮৬
১৮)	প্রথম পাঠ	- অমৃত ধারা	- ১৯৮৮
১৯)	মহাশ্বেতা দেবীর শ্রেষ্ঠ গল্প	- প্রমা প্রকাশনী	- ১৯৮৮
২০)	ঘাতক	- নির্মল প্রকাশনী	- ১৯৮৯
২১)	স্বনির্বাচিত শ্রেষ্ঠ গল্প	- প্রমা প্রকাশনী	- ১৯৯০
২২)	স্বনির্বাচিত শ্রেষ্ঠ গল্প	- মডেল পাবলিশিং	- ১৯৯০
২৩)	তালাক ও অন্যান্য গল্প	- মিত্র ও ঘোষ	- ১৯৯২
২৪)	আরমাণি চাঁপার গাছ	- পুনশ্চ	- ১৯৯২
২৫)	সাম্প্রতিক	- করুণা প্রকাশনী	- ১৯৯২
২৬)	মুখ	- করুণা প্রকাশনী	- ১৯৯৩
২৭)	মহাশ্বেতা দেবীর ছোট গল্প	- ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট	- ১৯৯৩
২৮)	কৃষ্ণা দ্বাদশী	- করুণা প্রকাশনী	- ১৯৯৪
২৯)	রুদালী	- প্রতিক্ষণ	- ১৯৯৬
৩০)	মহাশ্বেতা দেবীর পঞ্চাশটি গল্প	- প্রতিক্ষণ	- ১৯৯৬
৩১)	নির্বাচিত শ্রেষ্ঠ গল্প	- মডেল পাবলিশিং হাউস	- ১৯৯৭
৩২)	মহাশ্বেতা দেবীর প্রেমের গল্প	- বাণী শিল্প	- ২০০৪
৩৩)	জরৎ কুমারী ও অন্যান্য গল্প	- দে'জ পাবলিশিং	- ২০০৬
৩৪)	বেহুলার বারমাস্যা	- মিত্র ও ঘোষ	- ২০০৭
৩৫)	মেয়ের নাম ফেলি	- দে'জ পাবলিশিং	- ২০০৯
৩৬)	মহাশ্বেতা দেবীর পঁচাত্তরটি গল্প	- করুণা প্রকাশনী	- ২০১১

❒ কিশোর সাহিত্য :

১)	এককড়ির সাধ	-	ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট	-	১৯৭৯
২)	পাথরের সিংহ	-	নন্দিতা পাবলিশার্স	-	১৯৭৯
৩)	বিরসা মুন্ডা	-	কথাশিল্প	-	১৯৮১
৪)	রাজা	-	পক্ষীরাজ প্রকাশনী	-	১৯৮৪
৫)	কিশোর সঞ্চয়ন	-	ডেল্টা ফার্মা	-	১৯৮৫
৬)	বাঘা শিকারী	-	শরৎ পাবলিশিং	-	১৯৮৬
৭)	মুনেশ্বর	-	নির্মল বুক এজেন্সি	-	১৯৮৬
৮)	সেই নগরের সেই রাজা	-	সাহিত্যম	-	১৯৮৮
৯)	এতোয়া মুন্ডার যুদ্ধ	-	ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট	-	১৯৯০
১০)	তুতুল	-	স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনী	-	১৯৯৪
১১)	আমাদের শান্তিনিকেতন	-	সৃষ্টি প্রকাশন	-	২০০১
১২)	রাজা	-	থীমা	-	২০০৮

❒ সম্পাদিত গ্রন্থ :

১)	জিম করবেট অমনিবাস (২ খণ্ডে)	-	করুণা প্রকাশনী	-	১৯৭৭
২)	ভয় দেখানো ভয়ঙ্কর (১০ খণ্ডে)	-	মুখার্জী ব্রাদার্স	-	১৯৭৭
৩)	ভারতের উপকথা (৬ খণ্ডে)	-	মুখার্জী ব্রাদার্স	-	১৯৮০
৪)	মনীশ ঘটক, জীবন ও সাহিত্য	-	করুণা প্রকাশনী	-	১৯৮০
৫)	ভেরিয়ার এলুইন নির্বাচিত রচনা	-	সাহিত্য অকাডেমী	-	২০০১

এছাড়াও মহাশ্বেতা দেবীর উপন্যাস, গল্প, নাটক, প্রবন্ধ, গ্রন্থ অন্যান্য ভাষায় অর্থাৎ ইংরেজি, সুইডিশ, জার্মান, জাপানি, ফরাসি, ইতালীয়, হিন্দি, কন্নড়, মালয়ালম, মারাঠি, তেলেগু, গুজরাটি, অসমিয়া, ওড়িয়া, হো-ইত্যাদি ভাষায় অনূদিত হয়েছে।